Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 255 - 258
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 255 - 258
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

কুড়মি জনগোষ্ঠীর অন্যতম সংস্কৃতি ছাতা

সন্তোষ মাহাত
স্টেট অ্যাডেড কলেজ টিচার
ইতিহাস বিভাগ, কোটশিলা মহাবিদ্যালয়, পুরুলিয়া
Email ID: santoshmahato553@gmail.com

Received Date *16. 03. 2024*
Selection Date *10. 04. 2024*

Keyword
Kudmi, Parab, Jonogosthi, Sanskriti, Mela, Dari, Dhan, Pakhi.

Abstract
My research paper is titled as Chhata, one of the culture of the Kudmi community. First the Chhata festival will be briefly discussed. Then the Chhata festival closely associated with the Kudmi community will be discussed. After that Chhata festival is celebrated on which day of a month will also be discussed. It will also be discussed in which region the Chhata festival is seen. Then all the customs involved in the Chhata festival will be discussed. Also, small branches of some trees are given to the paddy field on the day of Chhata festival. Any other festival that occurs on the day of Chhata festival will also be discussed. What other materials are used to celebrate the festival will also be discussed. Along with this, what kind of fairs are held on Chhata festival day will also be discussed. The scientific significance of Chhata festival will also be discussed. Hopefully my research paper will be well regarded by the readership as an original research. I sincerely apologize to everyone if there are any mistakes.

Discussion

ভূমিকা : প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসের সাঁকরাত (সংক্রান্তির) দিনে ছাতা পরব হয়। কুড়মালি নেগাচারে বা রীতিনীতিতে ঐ দিনটিতে অনেক রকম ব্যস্ততার মধ্যে কাটাতে হয়। এই সময় আমন ধান রোপনের কাজ শেষ হয়ে যায়। বড় অভাব অনটনের সময়। পরিবারে অভাব কিন্তু প্রচণ্ড হয়ে যায়। সবাই জানে এই সময় রাজার ভান্ডার শূন্য। সাধারণ লোকের তো হতেই পারে ভাণ্ডার শূন্য। এই ছাতা বা সংক্রান্তির দিনটি মানুষ আনন্দ উচ্ছ্বাসে প্রতিপালন করেন। ভিনসর (ভোর) হওয়ার পূর্বেই চাষী ঘুম থেকে উঠে, হাতে একটি টাঁগিলা (ছোট আকৃতির কুঠার) হাতে নিয়ে বন যেয়ে ছাতা ডালি কেটে ঘর ঘোরেন (গাছের ছোট ডাল কেটে ঘরে আনেন)। ঘরের আঁক (মুখ্য) দুয়ারের পাশে দেওয়ার জন্য একটি লম্বা শাল পঁগড়া (ডাল), ক্ষেতে ও অন্যান্য স্থানে গাড়ার (পুঁতে দেওয়া) জন্য শিহড়ি ডাল, শতমূলী ডাল (এগুলি এক প্রকার গাছের নাম) নিয়ে আসেন।[১]

বাসি (কোনো না খেয়ে) মুখেই ঘরের আঁক দুয়ারের (মুখ্য) পাশে প্রথম শাল ডালের ছাতা গাড়া হয়। ডালের মাথার কাছে শতমূলি ডাল (এক প্রকার গাছের ডাল) বেঁধে দেওয়া হয়। তারপর একে একে গোবরকুড়ে, প্রতিটি ধান

ক্ষেতে, সব্জি বাড়ীতে এক একটি ডালি (গাছের ছোট ডাল) গেড়ে (পুঁতে) দেওয়া হয়। ডালি (গাছের ছোট ডাল) গাড়লে (পুঁতে দিলে) ইঁদুর, উইপোকা বা অন্য কোন ক্ষতিকর পোকা ফসল কেটে নষ্ট করে দিতে পারে না। অনেক রোগ থেকে ফসল রক্ষা পায়।[২]

কৃষক ডালি গাড়ার (গাছের ছোট ডাল পুঁতে দেওয়া) মাধ্যমে বছরে অন্তঃ একবার প্রমাণ করেন এই ক্ষেত, বাড়ী আমার। অন্যের জমিতে কেউ ডালি গাড়তে (গাছের ছোট ডাল পুঁততে) যায় না। ছাতার দিন অনেক চাষি পরিবার মা মনসার পরব/ বারি পরব করে থাকেন যারা শ্রাবন মাসে কোনো কারণ বশত করতে পারে না। নিজের বাড়ীতেই ভুতপীড়ার (পূর্ব পুরুষের নির্মিত এক ধরণের স্থান) সামনে নিজেই মনসা পরবে করে থাকেন। পরবে কুঁদরি, ঝিঙা, জুনহার (ভূট্টা) বলি দেওয়া হয়। শেষে হাঁস বলি দেওয়া হয়। ভোর থেকেই উঠান, আঙিনা গোবরজল দিয়ে নিকিয়ে পরিষ্কার করা হয়। মনসা পরবের জন্য শীতল (ধান খৈ) ও অন্যান্য পরবের জন্য জিনিস পত্র আগে থেকেই জোগাড় করে রাখতে হয়।[৩]

গাঁয়ের (গ্রামের) আখড়ায় আখড়ায় (পবিত্র স্থান) দাঁড়শালিয়া নাচ-গীত করা হয়। কোথাও আবার জাঁত, মনসা মঙ্গলের অনুষ্ঠান চলে। কোন কোন গ্রামে ছাতা উঠার জোর মেলা বসে। অনেকে ছাতা উঠার মেলা দেখতে যায়। কোন কোন গ্রামে আবার বিভিন্ন অনুষ্ঠান করার আসর (এক ধরণের স্থান) বসে। সাধারণ কৃষক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে আনন্দ উপভোগ করেন।[৪] চাকোলতোড়ের ছাতা পরব বিশেষ প্রসিদ্ধ।[৫] ছোটনাগপুর এলাকায় কুড়মি জনগোষ্ঠী সহ অন্যান্য সকল হিতমিতান জনগোষ্ঠী প্রাচীনকাল থেকে ধারাবাহিকভাবে বর্তমানেও পালন করে আসছে।[৬]

নেগাচার বা রীতিনীতি :

ডারিকাটা (গাছের ছোট ডাল কাটা) :

ছাতা পরবের দিন ভোর হতে হতেই একটা সাজসাজ রব। গ্রামের লোকেরা পার্শ্ববর্তী এলাকায় যেসমস্ত ছোট ঝোপঝাড় রয়েছে সেগুলো থেকে গাছের ছোট ডাল কেটে নিয়ে আসে। তবে তেতো জাতীয় ডাল বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন। এক্ষেত্রে নিম গাছের ছোট ডাল খুবই গুরত্বপূর্ণ। অনেকক্ষেত্রে সিঁদর গাছের (একপ্রকার গাছ) ডালও ব্যবহার করা হয়। যে গাছের ডালগুলো কেটে আনা হয় সেইসমস্ত গাছের ডালগুলো ধানের ক্ষেতে, ঘর-আঙিনার মুখ্য দুয়ারে, গোবর কুড়ে ইত্যাদি জায়গায় পুঁতে দেওয়া হয়। নিম গাছের ছোট ডাল পুঁতে দিলে রোগ পোকার আক্রমণ ধান ক্ষেত রক্ষা পায়।[৭]

ডারি গাড়েইক ঠানিত (গাছের ছোট ডাল পোঁতার নির্দিষ্ট জায়গা) :

যেমস্ত ঘরে বৃদ্ধ মানুষ আছে যারা সমস্ত কিছু নেগ-নেগাচার বা রীতিনীতি জানে তাদের কাছ থেকে সমস্ত নেগাচার বা রীতিনীতি জেনে ধান ক্ষেতের মাঝবরাবর গাছের ছোট ডাল পুঁতে দেওয়া হয়। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট জায়গা স্থির করা হয় গাছের ছোট ডাল পুঁতে দেওয়ার জন্য।[৮]

ঘর আঙিনা পরিষ্কার :

ঘর আঙিনা সকাল থেকে গোবর দিয়ে পরিষ্কার করা হয়। গোবর জল দিয়ে ঘর দুয়ার পরিষ্কার করা হলে জীবাণুনাশ হয়। এর সাথে ঘর আঙিনাও পরিষ্কার হয়।[৯] গোবর জল দিয়ে ঘর দুয়ার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়।[১০]

ধানের ক্ষেতে আগাছা নিকানো নিষেধ :

এই ছাতা পরবের দিনে ধান ক্ষেতে আগাছা নিকানো নিষেধ অর্থাৎ আগাছা পরিষ্কার করা নিষেধ। কারণ যুক্তি হিসাবে বলা হয় এই দিন ধান ক্ষেতে মানুষজনের উপস্থিতি দেখা দিলে আশে পাশের পাখি এসে গাছের ডালে বসবে না। তাই এই দিন ধানের ক্ষেতে আগাছা পরিষ্কার করা নিষেধ।[১১] এরপরে অর্থাৎ ছাতা পরব শেষ হলেই অনান্য দিন ধান ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার করা হয়।[১২]

ডাল গাড়ার (গাছের ছোট ডাল পোঁতা) প্রাচীন বিজ্ঞান :

বর্ষার সময় ধান রোপন করা হয়। এই সময় ধানে সার দেওয়ার ফলে ধান পরিপক্ক হওয়ার সময় হয়ে যায়। তাই এই সময় ঢেবচু (এক প্রকার পাখি) পাখিরও আগমনের সময় হয়ে যায়। ধানের মধ্যে রস হয়ে যায়। আবার এই সময় ভুঁড়সির

(এক প্রকার মশা) মতো বিভিন্ন বিষাক্ত মশার সৃষ্টি হয়। এই সময় পোকামাকড়ের উপদ্রব বেড়ে যায়। তাই পূর্ব পুরুষেরা উপলব্ধি করেছিল যে ধানের ক্ষেতে ধানের থেকে উঁচু গাছের ডাল ক্ষেতে পুঁতে দিলে খুব ভালো হয়। আর ওই গাছের ছোট ডাল গুলোতে পাখি বসতো। সেই ডাল গুলোতে বসে বিভিন্ন দিকে পাখিরা নজর রাখে আর বিভিন্ন পোকামাকড় ধরে খায়। আবার ডালে গিয়ে বসে। এই রকম পুনরায় পাখিগুলো ধান ক্ষেতের মাঝে যে গাছের ছোট ডাল থাকে সেখানে বসে আর বিভিন্ন কীটপতঙ্গ খেয়ে ফেলে। এই প্রক্রিয়া বর্তমানেও প্রবহমান। এর ফলে কৃষকের ক্ষেত রোগ পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়।[১৩] নতুন করে আর জমিতে কীটনাশক ছড়ার দরকার পড়ে না।[১৪] এই প্রাচীন নেগাচার ধরেই চাষীরা এগ্রিকালচার থেকে অগ্রিবিজিনেস পরিণত করে। ফসলের ক্ষেতে গাছের ছোট ডাল পুঁতে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফল পাওয়া যায়।[১৫] গাছের ছোট ডাল ধান ক্ষেতে গাড়ার বা পুঁতে দিলে খুবই ভালো হয়।[১৬]

ছাতা পরব হল এমন এক পরব যে পরবে একজন অন্য জনের ভরসায় বেঁচে থাকে। স্ত্রীর ছাতা হল যেমন স্বামী তেমনি সন্তানের ছাতা মা - বাবা। আগে যখন রাজার রাজত্ব চলত তখন প্রজার ছাতা হল রাজা, রাজার ছাতা মহারাজা, তারও রাজা ধিরাজ। এতে একজন অন্য জনের আশায় বাঁচে।[১৭] এই পরবে কোনো প্রকার ব্রত পালন করা হয় না। এটি কৃষি সংক্রান্ত এক ধরনের উৎসব, যাতে ধান চাষের জন্য বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়। কুড়মালি সংস্কৃতির মানুষ একে উৎসবের মতো পালন করে। এই পরবটি সারা রাঢ় ভূমিতেই পালিত হয়। এই উৎসবটি কুড়মালী সম্প্রদায়ের একটি অনন্য উৎসব।[১৮]

উৎসবের বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য :

ছাতা পরবের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব রয়েছে। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই উৎসবটি ধান চাষের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যা কুড়মালি সমাজের অর্থনীতির মূল ভিত্তি। কম জল হলেও চাষ সম্ভব নয় এমনকি অতিরিক্ত জল হলেও চাষ সম্ভব নয়। সাংস্কৃতিক দিক থেকে এই পরব করম উৎসবের সাথে সম্পর্কিত। করম পরবে জাউয়া বিসর্জনের পরও ছাতা পরবের জন্য কিছু জাউয়া রাখা হয়, যা ছাতা পরবের দিন ছাতার বেতের ওপর বেঁধে দেওয়া হয়, যা আজকের স্বরূপ রক্ষা বন্ধন/রাখী বন্ধন হিসেবে দেখা যায়।[১৯]

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ছাতা উৎসবে অনেক ধরনের বৈজ্ঞানিক দিক বিদ্যমান। এর মধ্যে লুকিয়ে আছে আবহাওয়া সংক্রান্ত একটি বৈজ্ঞানিক তথ্য বা রহস্য। আবহাওয়া বিজ্ঞান অনুসারে ভাদ্র মাসের শেষ দিনে অর্থাৎ সংক্রান্তির দিনে জলের জন্য একটি বিশেষ গণনা করতে হয়। যদি এই দিনে বৃষ্টি হয়, তাহলে অনুমান করা হয় যে এর পরে ধান চাষের জন্য উপযুক্ত বৃষ্টি হবে না, অর্থাৎ জলের অভাব হবে এবং এই দিনে বৃষ্টি না হলে অনুমান করা হয় যে, এ বছর ধান চাষের উপযুক্ত বৃষ্টি হবে, প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং ধানের ফলন ভালো হবে।[২০]

এই মঙ্গল-কামনা ছাতা উৎসবের সময় করা হয়। একই ভাবে এই দিনে কৃষকরা তাদের ধান ক্ষেতে গাছের ছোট ডাল গেড়ে (পুঁতে) দেয়। গাছের ছোট ডাল হল এক ধরনের তেতো জাতীয় বা নিম জাতীয় গাছ যাতে প্রাকৃতিক কীটনাশক রাসায়নিক উপাদান পাওয়া যায়। এ কারণে এর প্রভাবে গাছের ছোট ডাল পুঁতে থাকা ধান ক্ষেতে লাল ও সাদা রঙের ভাইরাসজনিত রোগ (বঁখি) হয় না।[২১]

উপসংহার :

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় কুড়মি জনগোষ্ঠির অন্যতম একটি সংস্কৃতি ছাতা পরব তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ছাতা পরবের সাঠে কুড়মি জনগোষ্ঠির মানুষজন যে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত তাও অবশ্যই বলা যায়। সবদিক থেকে বিচার করে পরিশেষে বলা যায় ছাতা পরব যে কুড়মি জনগোষ্ঠির একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কৃতি তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

Reference:

১. মাহাত, সৃষ্টিধর, কুড়মালি নেগ-নীতি-নেগাচার , মানভূম দলিত সাহিত্য প্রকাশনী, পুরুলিয়া, ২০২১, পৃ. ১৮৫
২. তদেব, পৃ. ১৮৫

OPEN ACCESS

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 33
Website: https://tirj.org.in, Page No. 255 - 258
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৩. তদেব, পৃ. ১৮৫

৪. তদেব, পৃ. ১৮৬

৫. মুখোপাধ্যায়, সুভাষ, চক্রবর্তী মুখার্জী, সুদীপ্তা, মাভূমের চুয়াড় বিদ্রোহ ও ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের যুগ (১৭৬৭-১৮৫৭), পুরুলিয়া: এ. কে. ডিস্ট্রিবিউটর্স, ২০১০, পৃ. ২৫

৬. সাক্ষাৎকার - প্রদীপ কুমার মাহাত, জয়পুর, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ১৫/০২/২০২৪

৭. মাহাত, জগজীবন, কাড়ুআর, পানঅনাথ, কাড়ুআর সনত কুমার, নেগ নেগাচার পরব তিহার, পূর্ব মেদিনীপুর : প্রেক্ষাপট, ২০২৩, পৃ. ১৩৫

৮. তদেব , পৃ. ১৩৫

৯. তদেব , পৃ. ১৩৫

১০. সাক্ষাৎকার, ধীরেন মাহাত, আড়ষা , পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ১৮/০২/২০২৪

১১. মাহাত, জগজীবন, কাড়ুআর, পানঅনাথ, কাড়ুআর সনত কুমার, নেগ নেগাচার পরব তিহার, পূর্ব মেদিনীপুর : প্রেক্ষাপট, ২০২৩, পৃ. ১৩৫

১২. সাক্ষাৎকার - মহাদেব মাহাত, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ২০/০২/২০২৪

১৩. মাহাত, জগজীবন, কাড়ুআর, পানঅনাথ, কাড়ুআর সনত কুমার, নেগ নেগাচার পরব তিহার, পূর্ব মেদিনীপুর : প্রেক্ষাপট, ২০২৩, পৃ. ১৩৫

১৪. মাহাত, কিরীটি, মাহাত বিশ্বনাথ, কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি, পুরুলিয়া: মুলকি কুড়মালি ভাখি বাইসি, ২০২১, P. 139

১৫. মাহাত, জগজীবন, কাড়ুআর, পানঅনাথ, কাড়ুআর সনত কুমার, নেগ নেগাচার পরব তিহার, পূর্ব মেদিনীপুর : প্রেক্ষাপট, ২০২৩, পৃ. ১৩৬

১৬. সাক্ষাৎকার- অনুপ মাহাত, আড়ষা, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ২৩/০২/২০২৪

১৭. মাহাত, জগজীবন, কাড়ুআর, পানঅনাথ, কাড়ুআর সনত কুমার, নেগ নেগাচার পরব তিহার, পূর্ব মেদিনীপুর : প্রেক্ষাপট, ২০২৩, পৃ. ১৩৬

১৮. Keduar, N C, Sarna Aur Kudmali Parb -Tyahoar , Ranchi: Shivangan Publication, 2020, P. 226

১৯. Ibid, p. 228

২০. Ibid, p. 228

২১. Ibid, p. 229